খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২২

Public Food Distribution System (PFDS) এর আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা (Price Support) দেয়া এবং বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ওএমএস নীতিমালা-২০১৫ বাতিলক্রমে "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০২২" নিম্নরূপভাবে জারি করা হলঃ

১। কর্মসূচির আওতাঃ

ক) খোলা বাজারে চাল/আটা/গম বিক্রির এলাকা/আওতা, পরিমাণ, শুরুর সময় ও মূল্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস এর আওতায় চাল/আটা/গম বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সরকার প্রয়োজনবোধে ডিলার সংখ্যা এবং এ কার্যক্রমের আওতা/পরিধি ইত্যাদি হ্রাস/বৃদ্ধিসহ এ নীতিমালার যে কোন অংশ সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

খ) কার্যক্রম চলমান দিনে খাদ্যশস্যের বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে থাকতে হবে।

২। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদর ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সংগে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করে এ কার্যক্রম পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি টিম পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

খ) দোকান/ট্রাক/অস্থায়ী কেন্দ্রে ডিলারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর/স্থানীয় প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওএমএস ডিলারদের কাজ তদারকি করতে পারবেন।

৩। ওএমএস ডিলারের যোগ্যতাঃ

ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক/জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত হতে হবে এবং তার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে;

খ) ডিলারকে খাদ্যশস্যের লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী হতে হবে;

গ) ডিলারের একসাথে কমপক্ষে ০৪ (চার) মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

ঘ) প্রত্যেক ডিলারের দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা ও খাদ্যশস্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

ঙ) আবেদনকারীকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে;

চ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

ছ) ডিলারকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (ট্রাকে/দোকানে) খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে। তবে ট্রাক ডিলারেরও উপযোগী সংরক্ষণাগার থাকতে হবে;

জ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কোন ডিলার/মিলার/ঠিকাদারি কাজে পূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত কোন ব্যক্তি ডিলার হতে পারবেন না;

ঝ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পরিবহন ঠিকাদার/শ্রম ঠিকাদার/মিলার/ডিলার হিসাবে কর্মরত কোন ব্যক্তি/তাঁর উপর নির্ভরশীল কেউ এ কার্যক্রমের ডিলার হতে পারবে না;

ঞ) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারি/জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবে না;

ট) ডিলার হিসেবে আবেদনকারীকে বর্তমান কোন ডিলারের প্রতিনিধি নয় মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে;

ঠ) প্রতি ২(দুই) বৎসর অন্তর ডিলার লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।

৪। চাল/আটা/গম বিক্রয় প্রক্রিয়াঃ

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চাল/আটা/গম বিক্রয় করতে হবেঃ-

(ক) ওএমএস কার্যক্রমে শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সরকার নির্ধারিত পরিমাণ চাল ও আটা ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা যাবে। তবে বিক্রয় সম্পন্ন না হলে গ্রাহক লাইনে থাকাকালে সকলকে খাদ্যশস্য প্রদান করা পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে থাকতে হবে। ওএমএস কার্যক্রমে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন, বন্ধের দিন ও দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্নির্ধারণ করতে পারবেন।

খ) জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণ চাল/আটা/গম বিক্রয়কালে নির্ধারিত ফরমেটে বাঁধাইকৃত রেজিস্টারে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টাররোল তৈরি করতে হবে।

গ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুত হিসাব মজুত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ঘ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল/আটা/গম বিক্রয় শুরু করতে হবে। তদারকি কর্মকর্তা বিক্রয় স্থলে (দোকান/ট্রাকে) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিক্রয় আদেশ দিবেন। তাছাড়া দিনের বিক্রয় শেষে ডিলার ও তদারকি কর্মকর্তাকে বিক্রিত খাদ্যশস্যের মাস্টাররোল ও মজুত খাদ্যশস্য যাচাই করে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতে হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন। কোন অনিয়ম/ব্যতয় পরিলক্ষিত হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক অবহিত করতে হবে।

ঙ) ওএমএস কার্যক্রম সমাপ্ত হবার পরও কোন ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল/আটা/গম থেকে গেলে, তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হবে।

ছ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে কোন মহানগর/সিটি কর্পোরেশন/জেলা শহরে বা অন্য শহরে দোকানের পরিবর্তে ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য আদেশ দিতে পারবেন।

জ) ভোক্তাদের ভিড়ে ডিলারের দোকান/ট্রাকে অপরিসর প্রতীয়মান হলে বা অন্য কোন কারণে প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কোন প্রশস্ত খোলা জায়গায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠামোতে চাল/আটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। চাল/আটা উত্তোলনঃ

ক) চাল/আটা উত্তোলনের জন্য ডিলারকে চাহিদাপত্র দেয়ার সময় আগের দিনের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী দিনের চাহিদাপত্র তৈরি করতে হবে;

খ) প্রতিটি দোকান ডিলার সর্বোচ্চ ২(দুই) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলন করবেন।

গ) বিক্রয় দিনের খাদ্যশস্যের মূল্য কমপক্ষে একদিন পূর্বে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চাল/আটা উত্তোলন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চালান ভেরিফিকেশন করে নিশ্চিত হয়ে ডিও ইস্যু করবেন;

ঘ) সরকারি গুদাম হতে খাদ্যশস্য সরবরাহকালে চাল/আটার নমুনা গ্রহণ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালাকৃত একটি করে নমুনা গুদামে ও অপরটি ডিলারের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতিঃ

ক) ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকান/ট্রাকে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট X ৩ ফুট) ঝুলাতে হবে এবং প্যানাফ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে নিম্নরূপ লেখা (সাদা রং) থাকতে হবেঃ

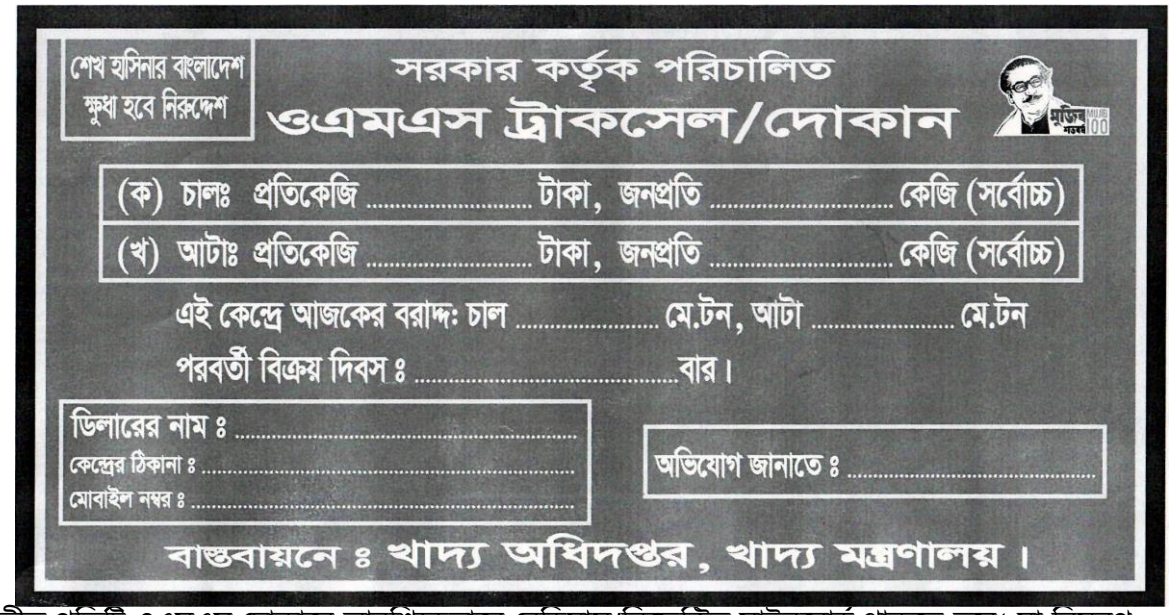

এতদ্ব্যতীত প্রতিটি ওএমএস দোকানে আবশ্যিকভাবে রেডিয়াম/রিফ্লেক্টিভ সাইনবোর্ড থাকতে হবে। যা নিম্নরুপ:

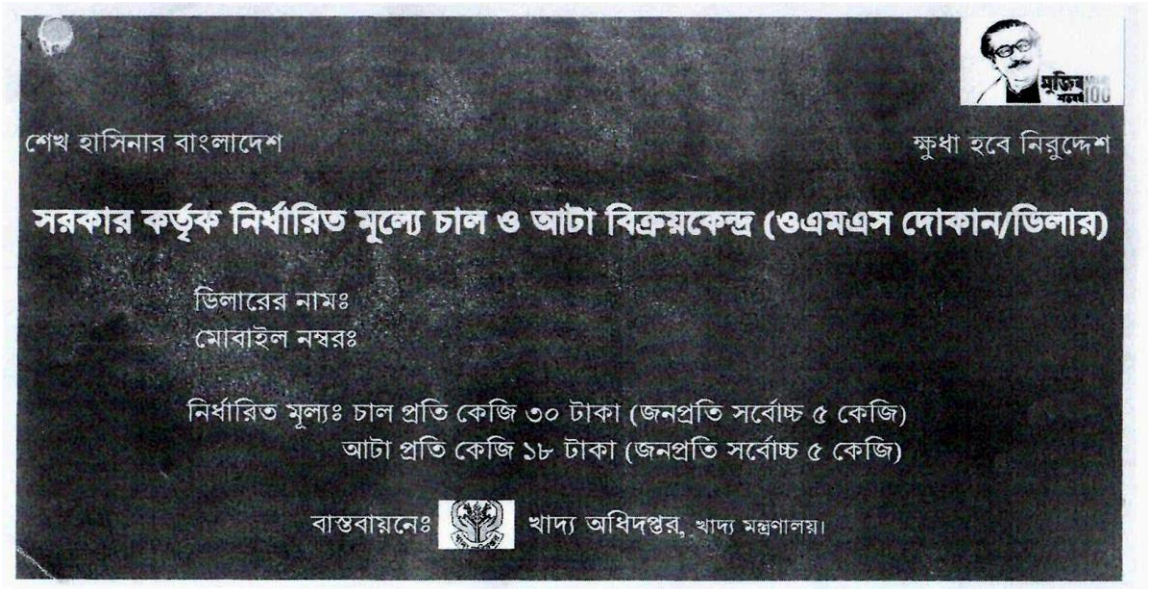

বর্ণনাঃ
ব্যানারের রঙ লাল, লেখাগুলি সাদা হবে, বর্ডার হলুদ এবং কালো রঙ্গের হবে

বিঃ দ্রঃ [বাস্তবে হলুদ বর্ডারের বাইরে কালো বর্ডার করা হবে।]

খ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য ডিলার নিজ খরচে বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার (মাইকিং ও অন্যান্য) ব্যবস্থা করবে।

৭। মনিটরিংঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস এর জন্য উত্তোলিত ও বিক্রিত চাল/আটা/গম এর হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলবেন। এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, খাদ্যশস্যের উত্তোলিত ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও আনুষংগিক বিষয়াদি টেলিফোন/ই-মেইলে/Online Apps এ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭.০০ টার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড মনিটরিং (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমন্বিত প্রতিবেদন ঐ দিন রাতেই কিংবা পরবর্তী দিবসে সকাল ১০.০০ টার মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আইটি শাখায় প্রেরণ করতে হবে;

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সাধারণতঃ সকাল ৯.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে প্রত্যাশিত তথ্য (এমআইএসএন্ডএম) বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না জানানো পর্যন্ত তা বন্ধ করা যাবে না;

গ) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম ওএমএস কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।

৮। ডিলার সংখ্যা ও নিয়োগঃ

এ নীতিমালার আওতায় (সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক [সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত] ডিলার সংখ্যা ও ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে নিয়োগকৃত ডিলারের মোট সংখ্যা সংশ্লিষ্ট এলাকার মঞ্জুরীকৃত ডিলারের সংখ্যার দ্বিগুন এর বেশি হবে না;

খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব ও দরিদ্র হার বিবেচনায় নিয়ে ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। সংখ্যা নির্ধারণক্রমে বড় বড় হাট-বাজার, শ্রমঘন ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়/স্পটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

গ) মন্ত্রণালয় এলাকাভিত্তিক বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা মঞ্জুর করবে;

ঘ) লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করতে হবে;

ঙ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন;

চ) ঢাকা মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভোক্তাদের প্রয়োজনে মহানগর ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থান, জেলা সদর, পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ডিলার নিয়োগের জন্য এলাকা নির্বাচন করবে;

ছ) ডিলার নিয়োগকালে ডিলারের নিকট হতে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রম শেষে কোন দায়-দেনা বা ত্রুটি না থাকলে এ জামানত ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। দায়-দেনা বা ত্রুটি থাকলে হারাহারি মতে মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত জামানত থেকে সমন্বয় করে অবশিষ্ট টাকা ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। এতদব্যতীত অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে।

জ) প্রতি ২(দুই) বছর পরপর ডিলারশীপ লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।

৯। নিম্নোক্ত কমিটি স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস-এ খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র ও ডিলার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবেঃ

(১) ঢাকা মহানগরীঃ

১।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	-----	সভাপতি
২।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৪।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৫।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-----	সদস্য
৬।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-----	সদস্য-সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ মহানগর/বিভাগীয় কমিটিঃ

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-----	সভাপতি
২।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৪।	উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৫।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৬।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (বিভাগীয় সদর)	-----	সদস্য
৭।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	----	সদস্য-সচিব

(৩) জেলা কমিটিঃ

১।	জেলা প্রশাসক	-----	সভাপতি
২।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৪।	জেলা মার্কেটিং অফিসার	-----	সদস্য
৫।	১(এক) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি	-----	সদস্য
৬।	সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত ১(এক) জন সরকারি কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৭।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব।

(৪) উপজেলা কমিটিঃ

১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-----	সভাপতি
২।	উপজেলা চেয়াম্যানের মনোনীত প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়রের প্রতিনিধি/সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	----	সদস্য
৪।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৫।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৬।	১(এক) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি	-----	সদস্য
৭।	সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত ১(এক) জন সরকারি কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৮।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব

১০। কমিটিসমূহের কার্যপরিধিঃ

(ক) জনবহুল ও দরিদ্র মানুষের ঘনবসতি বিবেচনায় নিয়ে বিক্রয় কেন্দ্র নির্বাচনের সুপারিশ করা;
(খ) যোগ্যতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে ডিলার নিয়োগের সুপারিশ করা;
(গ) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশীপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত নতুন ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ঘ) ওএমএস কার্যক্রম সার্বিক মনিটরিং করা;
(ঙ) ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে যাবতীয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কমিটি সমন্বয় করবে।

১১। ডিলারশীপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ:

(ক) এ নীতমালার ও অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত লংঘন করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন অমান্য করলে, ডিলারশীপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা করা যাবে।
(খ) খাদ্যশস্য আত্মসাৎ বা ঘাটতি হলে অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য হবে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা যাবে।
(গ) কোন যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ডিলার নির্ধারিত ৭ তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে ডিলারশীপ বাতিল হবে।

পরিশিষ্ট-ক

অঙ্গীকারনামা (ওএমএস ডিলার)

আমি...

পিতা/স্বামী...

মাতা - .... ওয়ার্ড নং..

পূর্ণ ঠিকানা..,

ওএমএস ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল/আটা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকব;

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য/খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করতে পারবে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না;

৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট-৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকব এবং প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা (সাদা রং) থাকতে হবেঃ-

এতদ্ব্যতীত প্রতিটি ওএমএস দোকানে আবশ্যিকভাবে রেডিয়াম/রিফ্লেক্টিভ সাইনবোর্ড থাকতে হবে। যা নিম্নরূপ:

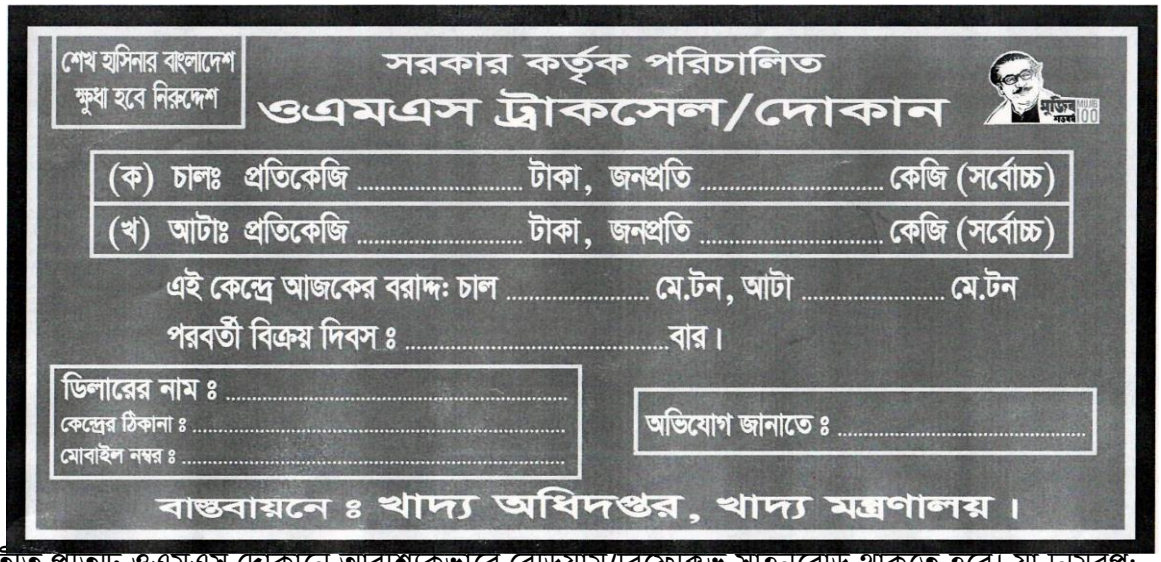

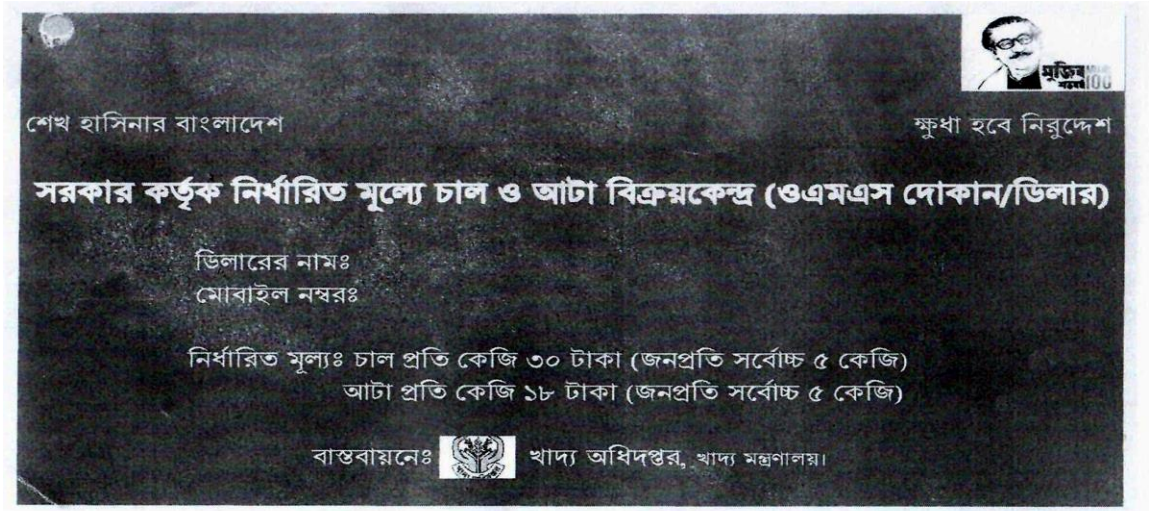

খ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল/আটা বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব/ট্রাকযোগে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকব।

৫) চাল/আটার হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাষ্টার রোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করব। সেই সাথে একটি মজুত রেজিস্টার পরিচালনা করব এবং একটি পরিদর্শন রেজিস্টার রাখব;

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না; যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য মালামালের বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উল্লিখিত দোকানের ঠিকানায় বা খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুত রাখব।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে দোকান/ট্রাকযোগে খোলাবাজারে চাল/আটা বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে (দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে) অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে।

১১) এই অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলি ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশীপ বাতিল বা কালোতালিকাভূক্ত করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষরঃ .....

ডিলারের নামঃ.....

ডিলারের ঠিকানাঃ.....

সাক্ষী-১	সাক্ষী-২
স্বাক্ষরঃ	স্বাক্ষরঃ .....
নামঃ	নামঃ .....
ঠিকানাঃ.....	ঠিকানাঃ.....